সুনীল গঙ্গোপধ্যায় আদালতে!

বদর উদ্দিন মোহাম্মদ সাবেরী

প্রায় সাড়ে চার দশক আগের কথা অর্থাৎ ৬০ দশকের গোড়ার দিকে যখন মার্কিন মূল্লুকে অ্যালেন গিনস্‌বার্গ, পল এঙ্গেল, কলকাতায় মলয় রায় চৌধুরী, বিলেতের নামকরা কিছু কবিতা বুভুক্ষদের নিয়ে শুরু হয়, সনাতন প্রথাবিরোধী এক কবিতা আন্দোলন। মার্কিন মূল্লুকে যা পরিচিত ছিল 'বিট জেনারেশন মুভমেন্ট', বিলেতে 'অ্যাংরি জেনারেশন' এবং কলকাতায় 'হ্যাংরি জেনারেশন' আন্দোলন নামে। গোবিন্দপুর-কলকাতা-সুতানুটির জমিদার সাবর্ণ রায় চৌধুরীর উত্তর পুরুষ উত্তর পাড়ার মলয় রায়চৌধুরী' ৬০ দশকের ঠিক মধ্যভাগে, "প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার", নামে প্রথাবিরোধি একটি কবিতা লিখে বেজায় ফেঁসে যান। আর সেই ঝামেলা শেষাব্দি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ হয়ে কবিতাটি বিচারকের হাতুড়ির বাড়িতে পিষ্ঠ হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের মহীরুহ শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে পর্যন্ত আদালতে এসে তখন সাক্ষী দিতে হয়েছিল।

মলয় রায় চৌধুরীর উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থের মধ্যে, ছোটলোকের ছোট বেলা, সূর্যের সপ্তম অশ্ব (অনুদিত) উল্লেখযোগ্য। ধর্মবীর ভারতী রচিত সূর্যের সপ্তম অশ্ব গ্রন্থটির স্বার্থক অনুবাদের স্বীকৃত স্বরূপ শ্রী মলয়কে 'সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার ২০০৩' এ ভুষিত করা হয় । শ্রী মলয় পুরস্কার গ্রহনে দ্বিমত পোষণ করেন এই বলে যে, "আমি পুরস্কার, অনুদান, স্বীকৃতি নীতিগত ভাবে গ্রহন করতে পারিনা একারনে যে, ১৯৬০ সালে আমার নেতৃত্বে হাংরি জেনারেশন মুভমেন্ট এর সময় আমার পক্ষে সহানুভূতিশীল তখন কাউকে পাইনি।" এমনকি পুরস্কার প্রদানাকারী প্রতিষ্ঠানটিও হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সম্পর্কে মুখে তখন কুলুপটি এটেছিলেন, আন্দোলনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারন করেননি। এহেন নীতিগত কারনেই মলয়ের পুরস্কার গ্রহনে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। কারো পছন্দ হোক বা নাহোক, মলয়ের ঈর্ষাযোগ্য এই সংযমের ব্যাপারটা আছে। আরেকটি ব্যাপারে ও আর সবার চেযে তিনি আলাদা। যেমন, তার কোনো বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব নেই, পাঠক মাএেই তার বইয়ের স্বত্বাধিকারী।

প্রবাসে বাংলা সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে এ বেলায় দু-চার কথা না বল্লেই নয়। জনৈক আলোকিত মুর্খের সম্পাদনায় সিডনি থেকে প্রকাশিত একটি পারিবারিক ওয়েবসাইটে মাস কয়েক আগে জনৈক চঞ্চল আশরাফুল মখলুকাত একটি লেখা লিখেছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের অসমাপ্ত ছাত্রের সম্পাদনায় এহেন মুর্খতা দেখে হাসিতে আমার পেটে খীল ধরে যায়। কারণ মুর্খ সম্পাদক যেমন তার লেখকও তেমন। লেখক হাংরি জেনারেশন বা হাংরি মুভমেন্টকে, হাংরি পোয়েট্রি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা অজ্ঞতা নয় মূর্খতার নামান্তর। কোন ভূল সংশোধন পুর্বক বিনয়ী হওয়ার কাল থাকলেও তথাকথিত ঐ আলোকিত মুর্খ সম্পাদক তা করেননি। সম্পাদকটি বাংলা সাহিত্যে তার পড়ালেখা শেষ করতে পারেনি বলেই কি এই দৈনতা? তেমনি সক্রেটিস যে বিষের পেয়ালা হাতে, "আই টু ডাই ইউ টু লিভ" বাক্যটি উচ্চারন করেননি সেটাও ঐ আলোকিত মূর্খ সম্পাদকের জানা নেই। মহান দার্শনিক বিষের পেয়ালা হাতে কি বলেছিলেন, তা অবগত হওয়ার জন্য বাঙলা সাহিত্যে অর্ধ-শিক্ষিত উক্ত মুর্খ সম্পাদককে আমি প্লেটোর বিরচিত "ডায়ালোগ" পড়ার আহ্বান জানাবো। ভয় নেই, ইংরেজীতে সমস্যা থাকলে বইটির বাংলা অনুবাদ বাজারে পাওয়া যায়। কোন আমলের পঠিত

(মনে পড়ে মেট্রিক পরীক্ষার ব্যাখ্যা বিশ্লেষনে উত্তর দিতে হত 'আই টু ডাই ইউ টু লিভ', কিন্তু তা সক্রেটিসের বিষের পেয়ালা হাতে নেওয়া বাক্য নয়) বিদ্যালয়ের পদাবলী নিজ সম্পাদনায় জুড়ে দিয়ে প্রবাসী পাঠককে বোকা বানাতে চেষ্টা করেছিলেন। 'এ্যক্সিডেন্টাল হীরো' আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী যেভাবে পাঠকদের জ্ঞানগর্ভকে খাটো অনুমান করে প্রায় তার বিভিন্ন লেখাতে মৃতব্যক্তিদেরকে সাক্ষী হিসেবে টেনে উল্টাপাল্টা উদাহরন দিয়ে নানা শব্দে আঁকু-পাঁকু করেন ঠিক সেভাবে এই মুর্খ সম্পাদক তার প্রাতঃস্মরনীয় বাবা আঃগাঃ চৌধুরীর কলমের ডগা অনুসরন করে অহরহ সিডনীর পাঠকদের বোকা বানানোর চেষ্টা করে থাকে। সম্প্রতি উক্ত সম্পাদকের 'শরাব ও নারী'তে উৎসাহ স্বীকারোক্তিটি পড়ে আমি অবাক হইনি। কারন আমি গভীরভাবে তার বেদনা উপলব্দি করি এবং বুঝি যে তার ব্যাংকক জীবনের পেশা ও সহজ-উপার্জন আজো তাকে মারাত্মকভাবে ভারাক্রান্ত করে, হাতছানি দিয়ে অতিত পেশাটি তাকে ডাকে। আর তাই জীবনের কঠিন বাস্তবতার অবসরে উপশম হিসেবে নারী ও শরাব এর প্রতি আজো তার এতো উৎসাহ।

'পুরানো সেই দিনের কথা- - -', ব্যাংকক

কবি মলয় রায় চৌধুরীর কথায় ফিরে আসা যাক। ষাটের দশকে মলয়ের অশ্লিল-সাহিত্যে রচিত কবিতা বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের মহিরুহ কবি সুনীল গঙ্গোপধ্যায়কে আদালত তখন সমন পাঠিয়েছিল। সুনীল তার সহকবি'র পক্ষেই সেদিন আদালতে সাক্ষি দিয়েছিলেন। (কিন্তু বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত তার বিরচিত "অর্ধেক জীবন" নামক গ্রন্থে তিনি এ বলে সাফাই গাইলেন যে তিনি চক্ষুলজ্জায় কবিতাটির স্বপক্ষে স্বাক্ষী দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।)

আদালতে সুনীল গঙ্গোপধ্যায়ের সাথে বিরোধী পক্ষের উকিল ও ম্যাজিষ্ট্রেটের জেরার কিছু অংশ নীম্নরূপঃ

প্রশ্ন ঃ শিক্ষা?

সূনীল ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষায় এম এ।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখা কোথায় প্রকাশিত হয়?

সূনীল ঃ আমি দেশ, আনন্দবাজার, বসূমতী, পূর্বাশা আরও অনেক পত্রিকায় লিখি। পূর্বাশা আর প্রকাশিত হয় না। আমার অনেক গুলো বই আছে তার মধ্যে একটার নাম বরনীয় মানুষের স্মরণীয় বিচার। আমি অনেক কবিতা, ছোট গল্প উপন্যাস লিখেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি মলয়ের কবিতাটা পড়েছেন?

সূনীল ঃ হ্যাঁ অনেক বার।

ম্যাজিসট্রেট ঃ আরেকবার পড়ুন।

সূনীল ঃ জোরে-জোরে পড়ব না মনে-মনে?

ম্যাজিসট্রেট ঃ না না মনে-মনে।

সূনীল ঃ হ্যাঁ, পড়ে নিলুম।

প্রশ্ন ঃ পড়ে কি অশ্লীল মনে হচ্ছে?
সূনীল ঃ কই না-তো, আমার তো বেশ ভালোই লাগছে পড়ে। ভালো লিখেছে।
প্রশ্ন ঃ আপনার শরীরে বা মনে খারাপ কিছু ঘটছে?
সূনীল ঃ না তা কেন হবে। কবিতা পড়লে সে সব হয়না।
আসামী পক্ষের উকিল ঃ দ্যাটস অল ইওর অনার।
সরকারী উকিল ঃ আপনি এ ম্যাগাজিনের বিষয়ে কবে থেকে জানেন?

সূনীল ঃ ওদের আন্দোলন সম্পর্কে আমি প্রথম থেকেই জানি।
প্রশ্ন ঃ আপনি ওই জার্নালে লিখেছেন?
সূনীল ঃ না, লিখিনি কখনো।
প্রশ্ন ঃ আপনি ওরকম কবিতা লিখেন?
সূনীল ঃ পৃথিবীর কোনো দুজন কবি একই রকম লেখেন না আর একই রকম ভাবেন না।
প্রশ্ন ঃ কবিতাটা কি অবসীন?
সূনীল ঃ না। ইট কনটেইনস নো অবসিনিটি। ইট ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন অব অ্যান ইমপরট্যান্ট পোয়েট। (জেরার অংশবিশেষ মাত্র তুলে ধরা হলো)

আসামী পক্ষের শেষ সাক্ষী তরুণ সান্যাল জানান তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের অর্থনীতির প্রভাষক এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজে সন্ধ্যা বিভাগে স্ট্যাটিসটিক্স পড়ান। তিনি কবিতা লেখেন। এছাড়া তাঁর অনেক বই আছে। পাঠ্যপুস্তক ও লিখেছেন। তাঁর মতে কবিতাটিকে মোটেই অশ্লীল বলা যায় না। কবিতাটির দরুণ তার কোনো সাইকোসোম্যাটিক প্রভাব হয় না। তাঁর কলেজের ছাত্রদের এরকম কবিতা পড়তে বারণ করবেন না বরং সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি জানার জন্যে তিনি তাদের বলবেন এইসব আন্দোলনের কবিতা পড়তে। তাঁর মতে অবসীন মানে যা পাঠক বা দর্শককে মেন্টালি ডিপ্রেভ করে। তিনি মনে করেন কবিতাটি একটি শিল্পকর্ম। তিনি এই আন্দোলনে যুক্ত নন এবং নিজে অন্যরকম কবিতা লেখেন।

সরকারী উকিল তাঁর তর্কে বললেন হাংরী আন্দোলন সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। কবিতাটি যে অশ্লিল ও ভালগার তা অনেকে তাদের সাক্ষ্য জনিয়েছে। আসামী এর পয়সা যোগাতো। সে-ই ছাপায় আর বিক্রি করে। অ্যালবার্ট হলে নতুন ছাত্ররা এসে কলুষিত হয়। হাতের লেখা বিশেষজ্ঞ প্রমান করেছে যে, আসামী মলয় লিখেছে কবিতাটা। এরকম নোংরামীর যাতে পূনরাবৃত্তি না হয় তাই আসামীকে অত্যন্ত কড়া সাজা দেয়া উচিত।

আসামীর উকিলরা বললেন যে, বুলেটিনটা হাংরি আন্দোলনের মুখপাত্র। তা বিক্রির জন্য নয়। তা বিলি হয় কেবল সাহিত্যিকদের মধ্যে। কবিতাটা যে অশ্লীল নয় তা কয়েকজন বিখ্যাত কবি আর সমালোচক বলেছেন। মনোবৈজ্ঞানিক বলেছেন এর প্রভাবে মনে ও শরীরে যৌন আগ্রহ হয় না। সরকারী সাক্ষীরাও স্বীকার করেছেন কবিতাটার সাহিত্য গুরুত্ব। পোর্নোগ্রাফি এবং সাহিত্য দুটো আলাদা জিনিস। আলোচ্য পদ্য পোর্নোগ্রাফি নয়। কবিতাটার বিরুদ্ধে কেউ নালিশ করেনি। অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এ মকদ্দমা রুজু করা হয়েছে। দুজন সাক্ষী পুলিশের সোর্স। তারাই বুলেটিন যোগাড় করেছে। অভিযুক্তকে যথেষ্ট হয়রানি করা হয়েছে, এবার ক্ষান্তি দেয়া হোক।

মলয়ের বিতর্কিত কবিতাটি পড়ার জন্যে এই চৌহদ্দিতে টোকা মারুন